দেশের রাষ্ট্রপতি মিথ্যা বলেন! কি লজ্জা!

বাহ্জাদ আহমেদ

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫ বিজয়দিবসে সরকারী বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায়। আগ্রহ নিয়ে পড়ছিলাম রাষ্ট্রপ্রতি কি বলেছেন দেখবার জন্য। অবাক হলাম একজন প্রফেসর ও ডক্টরেট হওয়া সত্ত্বেও তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন শাসক দলকে সন্তুষ্ট করবার জন্য। তিনি যে উক্তি করেছেন তা একবারে মিথ্যা ও কল্পনা প্রসুত। তিনি ১৬ ডিসেম্বরের মহান দিনে স্মরন করেছেন জিয়াউর রহমানকে ও বলেছেন জিয়া একটি বিভ্রান্ত জাতিকে স্বাধিনতার ঘোষনা শুনিয়েছিলেন এবং তাতে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। মহামান্য রাষ্টপ্রতি, আপনি মুখে যা বলেছেন তা কি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন? আমি নিশ্চিত, তা করেননা। আপনি একজন বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যক্তি। আপনি অনেক কিছু জানেন এবং দেখেছেন। সুতরাং আপনি যা বলেছেন, কোন শিক্ষিত মানুষের কি তা বলা উচিত? শুধুমাত্র অশিক্ষিত ও পরজীবি মানুষেরা মিথ্যা কথা বলে থাকে কোন রকমে তেলাপোকার মত বেঁচে থাকতে। আমি মনে করি দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আপনি সেই দলে পড়েননা।

একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে আপনার উচিত ছিল প্রথমে শেখ মুজিবর রহমানের নাম উ"চারণ করা, কারণ তাঁর মুখের কথায় এই জাতি স্বাধিনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, যুদ্ধ শুর" করেছিল ও বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল। যুদ্ধের শুর" থেকে শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবের নাম উ"চারিত হয়েছিল এবং স্বয়ং জিয়াউর রহমান যুদ্ধ করেছেন শেখ মুজিবের নামে। আপনার ছেলের বয়সের চেয়ে ছোট হয়েও আমি যদি একথা জানি তবে আমার চেয়ে অনেক অনেক শিক্ষিত ও প্রজ্ঞাবান হয়ে আপনি নিশ্চয়ই তা আরো ভালোভাবে জানেন। একজন রাষ্ট্রপতি হয়ে আপনার কি মিথ্যা কথা বলা সাজে বা রোবটের মত কারো বলে দেয়া কথা রিপিট করা কি উচিত? আপনি তো জানেন শিক্ষার চেয়ে বড় কিছু নাই। আপনি ডক্টরেট ডিগ্রি ও প্রফেসার সম্মান পাওয়ার পরও আপনার চেয়ে অনেক কম শিক্ষিত ও মানষিক ভাবে অসৎ কারো কথায় রোবটের মত বিহেভ করা কি উচিত? এইভাবে রাষ্ট্রপতির সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার কোনই মুল্য নাই।

প্রফেসর ড. ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ সাহেব, আপনি যে বলেছেন জিয়া একটি বিভ্রান্ত জাতিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং তাতে স্বাধিনতা এসেছিল, কথাটি সম্পূর্ণ অবাস্ব এবং মিথ্যাচার। ৭ মার্চ এর ঐতিহাসিক ভাষনে শেখ মুজিব যা দিক নির্দেশনা দেবার দিয়ে দিয়েছিলেন। আর সমস্ত জাতি সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল আঘাতের বির"দ্ধে পাল্টা আঘাতের এবং স্বাধিনতার যুদ্ধের। আমি তখন বেশ ছোট হওয়া সত্যেও নিজ চোখে দেখেছি ৭ মার্চ ১৯৭১ এর পর আওয়ামিলীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীরা কিভাবে অস্ত্র সংগ্রহে নেমেছিল, যার মধ্যে আমার স্বজনরাও ছিলেন। সবার মুখে একই কথা ঘোরপাক খা"ছিল – যুদ্ধ শুর" হতে যা"ছে। এমনকি স্বয়ং জিয়াউর রহমান স্বাধিনতা যুদ্ধের "গ্রীন সিগনাল" হিসেবে ৭ মার্চকে অবিহিত করেছেন তাঁর "একটি জাতির জন্ম" লেখায়। আমি এ বিষয়ে নতুন করে কোন আলোচনা টানতে চাইনা, কারণ তাতে সময় লেগে যাবে এলেখা ছাপা হতে। তাছাড়া এনিয়ে আমি অনেকবার ইংরেজিতে এবং বাংলায় বেশ কিছু লেখা ইতিমধ্যে লিখেছি। আপাতত গত ফেব্র"য়ারী-মার্চ মাসে প্রকাশিত আমার একটি লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি আপনার অবগতির জন্য।

...প্রায়শই বলা হয়ে থাকে স্বাধীনতার পর থেকেই "স্বাধীনতার ঘোষক" নিয়ে বিতর্ক চলছে – এ কথাটা ঠিক নয়। বিতর্ক শুর" করেছে বিএনপি-র কিছু মোসাহেব গোছের ব্যক্তিরা জিয়ার মৃত্যুর পর। জিয়া যেহেতু মোসাহেবি পছন্দ করতেন না, তাই তাঁর জীবদ্দশায় কেউ মিথ্যা বলার সাহস পায়নি এবং জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বলেনি। আর তাই তো জিয়ার সময় ১৫ খণ্ডের স্বাধীনতার ইতিহাস রচিত হয়েছে নির্ভেজাল ভাবে, যেখানে জিয়াই স্বিকৃতী দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক এবং অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে। বিএনপি-র জনক জিয়াউর রহমান। তিনিই

বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা এবং স্বাধীনতার ঘোষক বলেছেন উদাত্তচিত্তে। তার প্রমাণ সবাই জানে – তিনি লিখেছেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে (তাঁরই লেখায় ছিল জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি – "একটি জাতির জন্ম" দ্রষ্টব্য) এবং উদ্যোগ নিয়েছিলেন স্বাধীনতার দলিল প্রকাশে যেখানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং ঘোষণা নিয়ে কোনো বিকৃতি বা অতিরঞ্জিত কিছু সংযোজন করা হয়নি। বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা জিয়া সামান্যতমও ক্ষুণ্ন করেনি। জিয়ার আপোষহীন ব্যক্তিগত সততার জন্য তাঁর সঙ্গে যারা ছিলেন তারাও মিথ্যা বলতে সাহস পাননি। উদাহরণ স্বরূপ মীর শওকতের বক্তব্য পরে টানছি অন্য প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য।

...এমএ হান্নান অবশ্যই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে একটি ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। তারিখটা ছিল ২৬ মার্চ এবং সময় ছিল দুপুর ২.৩০ মিনিট। এটা ঠিক যে, এ ঘোষণা খুব কম সংখ্যক মানুষ শুনেছিল। যদিও ঐ দিন ঐ ঘোষণা আরো কয়েকবার পুনঃপ্রচার করা হয় – যারা এই ঘোষণা শুনে উজ্জীবিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মীর শওকত একজন, তিনি ১৫ খন্ডের স্বাধীনতার ইতিহাসে খুব উদাত্তকণ্ঠে ঐ ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অল্প সংখ্যক মানুষ শোনার কারণ হ"ছে ঐ সময় মানুষ হয় ঢাকা, নয়তো আকাশবাণী বা বিবিসি বেশি শুনছিল দেশের অবস্থা জানার জন্য। তখনও মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচার সম্বন্ধে অবগত ছিল, তবে তারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্বন্ধে অবগত হন আকাশবাণী থেকে ২৬ মার্চ রাতে ও ২৭ মার্চ সকালে। পিটিআই-এর সংবাদদাতা অনিল ভট্টাচার্যের বরাত দিয়ে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের কথা জানানো হয় আকাশবাণীতে এবং ভারতীয় পত্রিকায়। এমনকি ২৬ মার্চের রাতে বিবিসি থেকেও বঙ্গবন্ধুর গোপন বেতার থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলা হয়। অবশ্য তখনও জিয়া বা তার ঘোষণা সম্বন্ধে মানুষ কিছুই জানতো না। কারণ জিয়া ২৭ মার্চ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে তাঁর প্রথম ঘোষণা পাঠ করেন। এটা কোনভাবেই ঠিক নয় যে জিয়ার ঘোষণার বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এবং বিবিসি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম প্রচার করে। প্রকৃত পক্ষে পিটিআই এবং পুর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত আন্র্জাতিক সংবাদদাতারা প্রথম ঘোষণা পায় বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকেই।

...বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এতে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে ঘোষণা প্রদানের পরিকল্পনা এবং ধরন একটু ভিন্ন হওয়ায় অনেকে এই ঘোষণা হয়তো মিস করেছেন। তাছাড়া ঘোষণার বিষয়ে আগে থেকে কোনো প্রচারণা না থাকায়, ঘোষণা কিভাবে দেয়া হবে তা জানা না থাকায় এবং পাক বাহিনীর আক্রমণে মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালানোর কারণে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা না শোনাটাই স্বাভাবিক। তবে বঙ্গবন্ধু যে উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিতে চেয়েছিলেন তা সম্স্লুর্ণ ভাবে সফল হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন দেশী বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলো জানুক যে "বাংলাদেশ ডেমক্রেটিক রিপাবলিক হয়ে গেছে"। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ও যুদ্ধ ঘোষণা গিয়েছিল পৃথক পৃথক ভাবে এবং একাধিক মাধ্যমে। খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করছি এখানে।

প্রথমেই বলে রাখি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের সাথে একটি শান্পিুর্ণ সমাধানে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। তবে তা তাঁর ৬ দফার বাইরে নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ৬ দফার ভিত্তিতে পুর্ব পাকিস্তানকে কনফেডারেশনে পরিণত করা এবং পরবর্তীতে নিজেরা মিলে স্বাধীনতা পুর্ণভাবে বাস্বায়ন করা। আর এ লক্ষ্যেই তিনি অপেক্ষা করেছিলেন ২৫ মার্চ পর্যন্, কারণ ইয়াহিয়া খাঁন কথা দিয়েছিল যে ঐ তারিখের মধ্যে শান্পিুর্ণ সমাধান হয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ সন্ধ্যাতেও আশা করেছিলেন ইয়াহিয়া খাঁন একটি এলএফও পাঠাতে যা"ছ। তবে তাঁর আশঙ্কাও ছিল যে, পাকিস্তানিরা ক্রাকডাউন করতে পারে বাঙালীদের দমাবার জন্য। সে জন্য তিনিও প্রস্তুত ছিলেন। কিভাবে যুদ্ধ শুর" হবে, যুদ্ধে কয়টা সেক্টর থাকবে, কে মুক্তিযুদ্ধে কমান্ডার হবেন ইত্যাদি (সিদ্দিক সালিকের "হুইটনেস টু স্যারেন্ডার" পড়ন)। আর তিনি যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন পাক বাহিনীর আক্রমণের পর – এটাই ছিল তাঁর স্ট্রাটেজি। যাতে বিশ্ববাসী বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে বি"ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত না করতে পারে। ক্র্যাকডাউন করে পাকিস্তানিরা সত্যিই ভুল করেছিল এবং ডিপ্লোম্যাটিকেলি বঙ্গবন্ধু যে জয় অর্জন করেছিলেন তা অতুলনীও। আর এ জন্যে আজ

আমরা স্বাধীন (প্লিজ দয়া করে বলবেন না যে হঠাৎ এক অপরিচিত মেজরের ডাকে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই সবাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পাকিস্তানিরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে – এটা অবা¯ব)।

এবার ঘোষণার বিষয়টায় আসি। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা এবং মেসেজ গিয়েছে একাধিক বার। বঙ্গবন্ধু মেসেজ আকারে প্রথম যে বক্তব্য দেন সেটাই আসল ঘোষণা। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সিনিয়র সহকর্মীরা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন যে আলোচনা ব্যর্থ হলে পাকিস্তানি জান্তা ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটাতে পারে। ভারতের কাছ থেকেও সে রকম তথ্য ছিল এবং সে জন্য বঙ্গবন্ধুকে ভারত গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে রেখেছিল যে আক্রান্ত হলে মুক্তিযুদ্ধ শুর" করে দিতে (মুলধারা '৭১ দ্রষ্টব্য)। তাই অত্যন্ত গোপন পরিকল্পনা অনুসারে একটি প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ বা ঘোষণা তৈরি করা হয়। এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বিশ্বস্ত দু'চার জন ছাড়া কেউ জানতো না। ২৫ মার্চ রাতে যখন প্রকাশ হয়ে পড়লো যে ইয়াহিয়া খাঁন বাঙালী জাতিকে ব্লাফ দিয়ে পালিয়েছেন এবং বাঙালী নিধনের নির্দেশ দিয়েছেন, তখন বঙ্গবন্ধুর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর কি কি ঘটেছিল সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্ল্যান মতো সিনিয়র কর্মীদের ঢাকা ত্যাগ করে ভারত চলে গিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুর" করতে বললেন। সেই রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসায় অনেকে তাঁর এই নির্দেশ পেয়েছিল, তাঁদের সাথে কথা বললেই হয় (এখন যারা বেঁচে আছেন তাঁদের নাম বলে দি"ছি, তাঁদের সাথে কথা বলুন – আতাউস সামাদ, খন্দকার মো: ইলিয়াস, নায়ীম গওহর, প্রাক্তন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী মোশাররফ হোসেন এবং আরো অনেকে)। এরপর তিনি নায়ীম গওহর এবং মোশাররফ হোসেনের মাধ্যমে টেলিফোনে বার্তা পাঠান চট্টগ্রামে জহুর আহম্মদ ও এমআর সিদ্দিকের কাছে। এই মেসেজে চট্টগ্রাম মুক্ত করে কুমিল্লা পর্যন্ত চলে আসার নির্দেশ ছিল। এরপর ঘটে বাঙালীর ইতিহাসে সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ বাজানো হয় বলধা গার্ডেন থেকে। তখন ২৫ মার্চের রাত গড়িয়ে ১১.৩০ মিনিট হয়ে গেছে। এই মেসেজটিই হ"ছে স্বাধীনতার ঘোষণা যা বাংলাদেশ ডকুমেন্ট হিসেবে ভারতে সংরক্ষিত আছে এবং স্বাধীনতার দলিলে জিয়ার সময় অন্ত র্ভুক্ত করা হয়। এটা কিভাবে প্রচারিত হয়েছিল তা বলে নেই যা অনেকে জানেননা বা জানার সুযোগ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর গোপন নির্দেশে বলধা গার্ডেনে একটি হ্যান্ডি ট্রান্সমিটার সেট করা হয় এবং রেডিও পাকিস্তান ঢাকার খুব কাছাকাছি ফ্রিকোয়েন্সিতে তা প্রচার করা হয় যাতে যারা রেডিও পাকিস্তান ঢাকা শুনবে তারা ঐ ঘোষণাও শুনে ফেলবে। বঙ্গবন্ধুর আসল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক যে ব্যক্তিরা ঢাকায় আছেন তারা যেন বিষয়টি জেনে যান। তখন ঢাকায় ছিলেন দি ডেইলি টেলিগ্রাফের ডেভিড লসাক, তিনি এ ঘোষণা শুনে ছিলেন এবং তাঁর বই "পাকিস্তান ক্রাইসিস"-এ উল্লেখ করেছেন (অ্যাট্যাচ করছি)।

reaches of the province. They were sustained, for a time, by the broadcasts of the clandestine 'Radio Bangla Desh'. Soon after darkness fell on March 25, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to the official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangla Desh. He called on Bengalis to go underground, to reorganize and to attack the 'invaders'. And he claimed to be 'as free as Bangla Desh'— a tragically true claim, for he was in prison. But it was a claim which fired the resolve of the Mukti Fouj in those early, fraught weeks before they succumbed to the legions of the West. Radio Bangla Desh continued to broadcast, but its claim grew wilder

এই ঘোষণা ঢাকার অনেক উ"চ পদস্থ কর্মকর্তাসহ টিক্কা খান এবং তার সহকর্মীরাও শুনেছিল (মুসা সাদিক ও রেজাউর রহমানকে জিজ্ঞাসা কর"ন)। আর এই ঘোষণারই মেসেজ ইপিআর পাঠানো শুর" করে মধ্যরাতের পর থেকে, অর্থাৎ তখন ২৬ মার্চ শুর" হয়ে গেছে। বস্তুত ম্যাস পিপল এই ঘোষণা যখন রিসিভ করেছে তখন ২৬ মার্চ হয়ে যাওয়া আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ। এই ঘোষণার কথা ইয়াহিয়া খাঁনও তার পরদিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ বেতার ভাষণে বলেছিলেন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত শ্বেতপত্রেও উল্লেখ করা হয়। ঘোষণাটি ছিল এই রকম- দিস মে বি মাই লাস্ট মেসেজ, ফ্রম টুডে বাংলা দেশ (আলাদা শব্দ) ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট...। এ ছাড়া ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০

মিনিটে যখন জানা গেল পাক বাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ইপিআর এবং অন্যান্য স্থানে আক্রমণ করেছে তখনি বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ ঘোষণার আর একটি মেসেজ ডিকটেট করেন এবং এটাও ইপিআর এর মাধ্যমে পরবর্তিতে পাঠানো হয়। এই মেসেজটি ছিল এ রকম- পাক আর্মি সাডেনলি এট্যাক্ট ইপিআর বেইস এ্যাট পিলখানা এন্ড রাজারবাগ পুলিশ লাইন কিলিং সিটিজেন্স... (রবার্ট পেইনের ম্যাসাকার পড়ন)। অর্থাৎ দেখা যা"ছে বঙ্গবন্ধু খুব অল্প সময়ে বেশ কটি মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, এর মধ্যে দুটি ছিল সারা দেশে আর ছোটখাট ইন্সট্রাকশন আকারে নাইম গওহর এবং মোশাররফ হোসেনের মারফত টেলিফোনে চট্টগ্রামে – যার কথা আমি আগে বলেছি। যেহেতু একাধিক মেসেজ চট্টগ্রামে গিয়েছিল চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে এক হাত থেকে আরেক হাতে এবং যেহেতু তখনকার দিনে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অত উন্নত ছিল না, তাই স্বাভাবিক ভাবে মেসেজের শব্দগুলির বিন্যাস বা সঠিকতা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, আর তাই জহুর আহমেদের কাছে রক্ষিত মেসেজগলি বঙ্গবন্ধুর পাঠানো মেসেজ থেকে হয়তো কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তবে এর ফলে আসল ইন্সট্রাকশনের মর্মার্থ বুঝতে কারো এক বিন্দুও অসুবিধা হয়নি। তাইতো স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ লাউডস্পিকারে (মাইকিং করে) এবং এমএ হান্নান স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার থেকে দুপুর ২.৩০ মিনিটে প্রথম প্রচার করেন। শুধু তাই নয় আবুল কাশেম সন্দীপ বঙ্গবন্ধুর বরাত দিয়ে জনগণকে উদ্দীপ্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য প্রচার করেন (কথা বলুন- বেলাল মোহাম্মদ, মুসা সাদিক ও আরো অনেকে)। মোদ্দাকথা হলো বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল এটা বাস্ব সত্য এবং চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইপিআরের মাধ্যমে মেসেজ চলে যায় এবং মাইকিং করে জনগণকে জানানো হয়। আপনাদের জন্য কিছু রেফারেন্স দিয়ে রাখছি কোনো উদ্ধৃতি ছাড়াই, কারণ এখানে এতো কিছু লেখা সম্ভব নয়। দয়া করে পড়ন ডেভিড লসাকের পাকিস্তান ক্রাইসিস, সিদ্দিক সালিকের হুইটনেস টু স্যারেন্ডার, আমেরিকান স্পেল্ট রিপোর্ট, পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র, টিক্কা খাঁনের ইন্টারভিউ, রবার্ট পেইনের ম্যাসাকার, ২৬ ও ২৭ মার্চ ১৯৭১-এ প্রচারিত আকাশবাণী ও বিবিসির খবরের স্ক্রিপ্ট, আরো অনেক আছে। সুতরাং বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি এ কথা আর বলার অবকাশ নাই। অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে যে ঘোষণা সত্যায়িত করেছিলেন তা সরকারি দলিলে স্থান পায়নি কেন? এর কোনো উত্তর নেই, দলিলে অন্তর্ভুক্ত করলেই হলো। তবে বঙ্গবন্ধুর সত্যায়িত করা ঘোষণাটি আসলে ছিল যুদ্ধ ঘোষণার মেসেজ যা তিনি ড. মাযাহার, তাজউদ্দিন, ওসমানী ও আরো কয়েক জনের সামনে বসে লিখেছিলেন। কিন্তু এই মেসেজ প্রচারিত হওয়ার আগে প্রচারিত হয় প্রি-রেকর্ডেড ঘোষণা যা ভারতসহ বিভিন্ন দেশে সংরক্ষিত আছে। সবচেয়ে বড় কথা হ"ছে এই প্রি-রেকর্ডেড মেসেজের উল্লেখ আছে ডেভিড লসাকের পাকিস্তান ক্রাইসিস বইতে। তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন এবং কিছু দিন পর লন্ডনে ফিরে এই বইটি লেখেন। এই বই যখন প্রকাশিত হয় তখনো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি। সুতরাং এই বই-এর তথ্য অন্ত বানোয়াট বলার কোনই অবকাশ নেই (আশ্বস্ করছি যে বইটি আমি লন্ডনের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে সংগ্রহ করেছি)। তবে ২৭ মার্চ ভারতের স্টেটসম্যান পত্রিকায় যে খবর বেরিয়েছিল তা ছিল বঙ্গবন্ধুর যুদ্ধ ঘোষণার প্রতিফলন।

...এটা অবশ্য সঠিক যে জিয়ার ঘোষণাই মানুষ বেশি শুনেছে এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যে দাবি করা হ"ছে যে তিনিই প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ সবচেয়ে প্রথম ঘোষণা হ"ছে বঙ্গবন্ধুর প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ যা বলধা গার্ডেন থেকে প্রচারিত হয় ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ মিনিটে। হোক না সেটা খুবই স্বল্প সংখ্যক মানুষ শুনেছে। এর পর আসে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে ২৬ মার্চ দুপুর ২.৩০ মিনিটে এমএ হান্নানের বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা। শুধু তাই নয় কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করে আবুল কাশেম সন্দীপ বিপ্লবী ঘোষণা দেন যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন (আপনাদের আশ্বস্ করছি এই বলে যে আমার কাছে এই ঘোষণার রেকর্ড আছে)। শুধু তাই নয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এও প্রচার করা হয় যে বঙ্গবন্ধু তাদের সঙ্গে আছেন এবং যুদ্ধের নেতৃত্ব দি"ছেন। এমন কি জিয়াও তাঁর ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠনের কথা বলেছিলেন। এর অর্থ এই যে, বঙ্গবন্ধু ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্ভব ছিল না, আর এ জন্য কৌশল করে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতির কথা বলা হয়েছিল। আর একটা কথা বলে রাখি যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছাত্র ইউনিয়নের

কিছু বিপ্লবী কর্মী, চট্টগ্রাম বেতারের কিছু কর্মচারি, কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী এবং আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিএনপি-র কিছু ব্যক্তি বলে বেড়ান যে জিয়া এবং তাঁর সহকর্মীরা এটা প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাধীনতার ঘোষণা বিশ্বকে জানানোর জন্য – এটা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসুত গল্পের কথা। আসল ঘটনা হচ্ছে যে জিয়া এবং তাঁর ফোর্স প্রতিরোধ যুদ্ধ করতে করতে পিছিয়ে পটিয়া চলে আসেন। তখন তাঁকে অনুরোধ করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পাহারা বসানোর জন্য। ২৭ মার্চ সন্ধ্যা বেলায় জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিদর্শনে এলে বেলাল মোহাম্মদ তাঁকে অনুরোধ করেন যে সসস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে জিয়া যেন একটি ঘোষণা দেন। জিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সাথে একটি ঘোষণা লেখেন এবং তা প্রচার করেন সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে (মমতাজ উদ্দিনও সামনে ছিলেন)। এই ঘোষণার প্রথম লাইন হচ্ছে- আই মেজর জিয়াউর রহমান ডু হেয়ারবাই ডিক্লেয়ার দি ইনডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ অন বিহাফ অফ আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান... (পড়ন "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র"-বেলাল মোহাম্মদ)। এর পর আরো আছে, শুনতে চাইলে লিখুন শুনিয়ে দেব। সত্যি কথা বলতে কি জিয়ার ঘোষণায় অনেক বিদ্রোহী বাঙালী সৈনিকরা দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তারা নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ভেবে যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে পলিটিক্যাল ওয়ার শুরু হয়েছে তাতে বাঙালী সৈনিকরাও যোগ দিয়েছে।

...বিএনপিসহ বেশ কিছু ব্যক্তি প্রায় উল্লেখ করেন যে এক দিকভ্রান্ত জাতিকে জিয়া তাঁর ঘোষণার মাধ্যমে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ কথাটা সম্পূর্ণ ভুল এবং বানোয়াট। নিঃসন্দেহে জিয়ার ঘোষণা সাধারণ জনগণকে বিশেষ করে বাঙালী সৈনিকদের উজ্জিবীত করেছিল। কিন্তু তা ছিল একটি নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রযোজ্য। কারণ কালুরঘাটের রেডিও-র শব্দ বড়জোর ৩০ মাইল দুরত্বে পৌঁছাত। পুরো বাংলাদেশ কিন্তু ৩০ মাইলের অনেক বেশি। তবে বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলি বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি জিয়ার বিষয়টি তুলে ধরলে দেশের অন্যত্র জনগণ ও সৈনিকেরা আস্বস্ত হয়। অবশ্য জিয়ার ঘোষণার অন্তত ৪০ ঘন্টা আগেই পুরো বাংলাদেশে প্রচার হয়ে গেছে যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং সাধারণ জনগণ ও বিদ্রোহী সৈনিকেরা প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছে। সুতরাং ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানি আর্মির ক্র্যাকডাউন শুরু হলে সমগ্র জাতি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে এ কথাটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্য প্রণদিত। আসলে যারা স্বাধীনতার ঘোষণা শোনেনি বা অবগত ছিলেন না তারাই ঐ সময় কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলেন। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিলে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে তখন রাজনৈতিক কর্মীরা কিভাবে অস্ত্র সংগ্রহ শুরু করেছিল সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে। এমনকি গাজিপুরের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ভেঙে মেজর শফিউল্লাহ অস্ত্র বিলিয়ে দিয়েছিলেন ২৫ মার্চের আগেই। বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই তাজউদ্দিনকে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি নিতে বলেছিলেন এবং ওসমানীকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন। এমনকি আসন্ন যুদ্ধের সেক্টরগুলো কোথায় কোথায় হবে তা ঠিক করা হয়েছিল অনেক আগেই (হুইটনেস টু স্যারেন্ডার, সিদ্দিক সালিক)। তাই তো দেখা গেছে ১৯৭১-এর ৪ এপ্রিল যখন তেলিয়াপাড়ায় ওসমানীর নেতৃত্বে সেক্টর-ওয়াইজ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল তার আগে তাজউদ্দিন ৩ এপ্রিল ইন্দিরাগান্ধীর সাথে বৈঠক শেষ করে ফেলেছেন যুদ্ধ শুরু করার বিষয় নিয়ে। সুতরাং দিক বিভ্রান্তির কথা বলে বঙ্গবন্ধুকে যারা খাটো করতে চাইছেন তাদের খোঁড়া যুক্তি কোনো দিনও ধোপে টিকবে না।

...এবার আসি অলি আহমেদের উক্তিতে। তিনি প্রয়শই যে উক্তি করেন যে জিয়া ২৫-২৬ মার্চ রাত ১১টার সময় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তা সম্পূর্ণ বানোয়াট। আসল ঘটনা হচ্ছে ২৫ মার্চ রাত ১১টার সময়ও জিয়া ব্যস্ত ছিলেন তাঁর পাকিস্তানি কমান্ডিং অফিসারের আদেশ পালনে, অর্থাৎ পাকিস্তানি জাহাজ সোয়াত হতে অস্ত্র খালাসের জন্য। তাঁকে বরং নিবৃত করেন তাঁর নিম্নস্থ অফিসারবৃন্দ (টেল অফ মিলিয়নস পড়ন)। তিনি প্রকৃত পক্ষে রিভোল্ট করেন রাত ২.৩০ মিনিট যখন ২৬ মার্চ শুরু হয়ে গেছে। আর যদি চট্টগ্রামে প্রথম রিভোল্টের কথা বলা হয় তা করেছিলেন ইপিআর-এর মেজর রফিক (১৯৭১-এ ক্যাপ্টেন) ২৫ মার্চ রাত ৮.৩০ মিনিটের দিকে। তবে তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে সারা বাংলাদেশ জুড়ে মেজর জিয়ার অনেক আগেই সামরিক বাহিনীর একাধিক

অফিসার এবং বেসামরিক যোদ্ধারা পাকিস্তান বাহিনীর বির"দ্ধে রিভোল্ট করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাঙালী অনেক সিনিয়র অফিসার বঙ্গবন্ধুর সাথে গোপন যোগাযোগ রাখতেন তাঁর নির্দেশ পেলেই রিভোল্ট করবে বলে। দুঃখের বিষয় সেই অফিসাদের লিস্টে জিয়ার নাম নেই (হুইটনেস টু স্যারেন্ডার দ্রষ্টব্য)। আর আগরতলা ষড়যন্ত্রের কথা তো বাদই দিলাম, যদিও এর সঙ্গে অনেক সামরিক ব্যক্তির সংশ্লিষ্ঠতা ছিল।

...গত ২০০৪ সালের বিজয় দিবসের আরেকটি ঘটনা বলি। এটিএন বাংলায় দেখানো হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র। সেখানে শুর"তে বলা হলো স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসকল লিডারদের অবদান ছিল তাঁরা হলেন- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, একে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবর রহমান এবং জিয়াউর রহমান। নামগুলো এমনভাবে বলা হলো যে, সবাই এঁরা একই কাতারে। চমৎকার ও সুক্ষ্মভাবে বঙ্গবন্ধুকে ঢালাওভাবে এক কাতারে ফেলে দেয়া হলো এবং এই সুযোগে জিয়াকে পলিটিক্যাল লিডারদের কাতারে দাঁড় করানো হলো, যদিও আর সব লিডারদের মতো তিনি কোনো দিনই দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দেননি। এর পরের ঘটনা আরো চমকপ্রদ। বলা হলো ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানিরা ক্র্যাকডাউন শুর" করলে জিয়া স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দেন এবং সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালী অফিসার ও জোয়ানরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার পরের বর্ণনা এমনভাবে দেয়া হলো যে স্বাধীনতা যুদ্ধ জিয়ার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা চালিয়ে যায় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। শুধু তাইই নয় বর্ণনার ধরন এমন ছিল যে নতুন প্রজন্ম বা যারা অবগত নয় তারা মনে করবে জিয়ার নেতৃত্বে বাঙালী সৈন্যদের কাছে পাকিস্তানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে। এ ধরনের উদ্ভট ও চিত্তসুখের বিষয়ে আমি আগেই বলেছি অলি আহমেদের বিষয়ে বলতে গিয়ে। আমি এটিএন বাংলার এই রূপকথা প্রামান্যচিত্র নিয়ে তর্ক করতে চাই না, কারণ আমি মুর্খের মতো অবাস্ব বিষয় নিয়ে তর্ক করতে আগ্রহী নই। তবে এটা ঠিক যে বিএনপির কিছু ব্যক্তির মাথা থেকে এই উদ্ভট চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। এর কারণ একটাই। যদি জিয়াকে স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যমনি বানাতে হয় তবে মুক্তিযুদ্ধকে সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় বলাতে হবে। কারণ জিয়া ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার, কোনো পলিটিক্যাল লিডার নয়। কিন্তু কঠিন বাস্বতা হ"ছে ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটে দশ-বারো হাজার বাঙালী সৈন্যবাহিনীর পক্ষে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত পাকিস্তানী বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার, যদিনা আপামর জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত না করতো ভারতের সাহায্য নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধ যেখানে সোয়া এক লক্ষেরও বেশি মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর এ যুদ্ধে খাদ্য সাহায্য, অস্ত্রশস্ত্র, ট্রেনিং ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল ভারত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটা পলিটিক্যাল ওয়ার। এই পলিটিক্যাল ওয়ারের পলিটিক্যাল পার্টি ছিল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য পার্টি। আর তাইতো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রবাসী সরকারের দ্বারা এ যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল, ভারত ও অন্যান্য দেশ সমর্থন দিয়েছিল এই সরকারকে, ইন্দিরা গান্ধীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যোগাযোগ করতেন তাজউদ্দিনের সাথে, বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের নাম ও ছবি প্রচার করা হতো, পাকিস্তানী বাহিনী যৌথ বাহিনীর (মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সৈন্য) প্রধানের কাছে আত্মসমর্পন করেছিল, স্বাধীনতার পর বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হ"ছে পাকিস্তানিরা দুষেছিল একমাত্র বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ বানানোর জন্য (লাস্ট ডেইজ অফ ইউনাইটেড পাকিস্তান, হুইটনেস টু সারেন্ডার, পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র, ইয়াহিয়া খানের ভাষণ, আরো অনেক বিদেশী বই দ্রষ্টব্য)। উপরোল্লিখিত কোনো কর্মকাণ্ডে জিয়া বা সশস্ত্র বাহিনীর কোনো অফিসারের নাম নির্দিষ্টভাবে আসেনি। শুধুমাত্র যাঁর নাম এসেছিল তিনি হ"ছেন ওসমানী সাহেব। তিনিও ছিলেন পাকিস্তান আমলের রিটায়ার্ড কর্ণেল। যাঁকে বঙ্গবন্ধু ডি-ফ্যাক্টো সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান করেছিলেন ১৯৭১-এর মার্চ মাসে আসন্ন স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য। আর তাঁরই আন্ডারে যুদ্ধ করেছিলেন জিয়াসহ অন্যান্য মিলিটারি অফিসাররা। তবে এটা অনস্বীকার্য যে প্রয়োজনের খাতিরেই বাঙালি মিলিটারি অফিসারদের সাহায্য নেয়া হয়েছিল যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য, আর এটাই তো স্বাভাবিক। তাই বলে মহান জনযুদ্ধ হঠাৎ করে দশ-বারো হাজার বাঙালী

সৈন্যের যুদ্ধে পরিণত হতে পারে না। আর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বলে তিনি মুক্তিযুদ্ধের কাল্পনিক সর্বাধিনায়ক হয়ে যেতে পারেন না।
আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাঙালী অফিসাররা প্রধাণত তিনটি কারণে রিভোল্ট করেছিল। এক. পাকিস্তান বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য, দুই. দেশপ্রেম এবং তিন. বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে সব বাঙালী অফিসাররা চাকরি তো হারাতোই, অনেকের আবার কোর্ট মার্শালে মৃত্যুদণ্ড হতো। তাই তারা ভারতের সাহায্য নিয়ে পলিটিক্যাল প্রসেসে যুদ্ধের তাগিদ দিয়েছিল ওসমানীকে তেলিয়াপাড়া বৈঠকে।

...আবারো বলছি বঙ্গবন্ধু অবশ্যই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং এই ঘোষণা সারা দেশে বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীর উদ্যোগে। যেমনি জিয়া করেছিলেন কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার থেকে জনগণের অনুরোধে। আর পরিশেষে বলতে চাই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার ও স্থপতি নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর কাতারে দাঁড়াবার কারোই যোগ্যতা নাই, সে যতো বড়ই ব্যারিস্টার বা পিএইচডি-ধারী হোক না কেন। জিয়া তো অনেক পরের ব্যাপার। এই বিশ্বাস আমরা যারা নোংরা পলিটিক্স করিনা কিন্তু ইতিহাসে আস্থা রাখি তারা মনেপ্রাণে ধারণ করি। সুতরাং জিয়াকে টেনে হিঁচড়ে বঙ্গবন্ধুর কাতারে আনার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন এবং ইতিহাসকে চলতে দিন তার নিজস্ব গতিতে। কারণ আমাদের ইতিহাস আমাদের গৌরব। মনে রাখবেন মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত হওয়া মানেই আমাদের সত্তার জলাঞ্জলি দেয়া।

আশা করি উপরল্লেখিত সত্যতা একজন রাষ্ট্রপতি হয়ে ভবিষ্যতে মিথ্যা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করবেন না। তবে আশার কথা এই যে, শাসক দলের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখলাম এবার। গত বেশ কবছর ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বরে জিয়ার ছবি দিয়ে বিশেষ ক্রোড়প্রত্র পত্র বের করা হত। আমরা সচেতন জনগন তা দেখে হাসতাম এবং আমি নিজে এহাসি লেখায় প্রকাশ করেছি বাস্বতা উল্লেখ পুর্বক। সম্ভবত লজ্জা বশত এবারকার ১৬ ডিসেম্বরের ক্রোডপত্রে জিয়ার ছবি আর দেয়া হয়নি। আমি নিশ্চিত সে দিন আর দুরে নয় যে দিন সত্যিকার ইতিহাসের প্রতিফল ঘটবে ৭ মার্চ, ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বরে। আপনাকে ধন্যাবাদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি এলেখা পড়বার জন্য।

(লেখক একজন পলিটিক্যাল এ্যানালিস্ট। ই-মেইল: truthseeker_1971@yahoo.com)